Jan 1 1 2000

ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে ক্যাডার রাজনীতিতে নূতন মেরুকরণ

মুহসীন হলে বাগেরহাট গ্রুপের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে ক্যাডার রাজনীতিতে এখন নূতন মেরুকরণ হইয়াছে। দীর্ঘদিন ক্যাম্পাস এলাকার সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রক ছাত্রলীগের মুহসীন হল কেন্দ্রিক বাগেরহাট গ্রুপের অস্তিত্ব এখন বিলুপ্তিরপথে। বরিশাল, ফরিদপুর ও মাদারীপুর গ্রুপের নেতা-কর্মীরা মিলিয়া নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে অনেকটা বহুজাতিক গ্রুপের মত। মুহসীন হল এখন তাহাদেরই নিয়ন্ত্রণে। মুহসীন হল নিয়ন্ত্রক বাগেরহাট গ্রুপের হল সভাপতি শফিক, আরেক নেতা রিজভী আহমেদসহ চারজন কর্মী ২৪শে ডিসেম্বর রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটে চাঁদাবাজির অভিযান পরিচালনাকালে শাহাবাগের সম্মুখে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। হলে বাগেরহাট গ্রুপের কন্ট্রোলরুম বলিয়া পরিচিত ৪৫৭ নং কক্ষ হইতে ঈদের দুইদিন আগে ৫টি অস্ত্র ও গুলীসহ আরিফ নামে আরেক নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আরিফ জামিনে ছাড়া পাইয়া হলে নূতন গ্রুপের সহিত অবস্থান করিতেছে। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন অভিযানে নিয়োজিত বাগেরহাট গ্রুপের শিমুলও হলে নূতন গ্রুপের সহিত সমঝোতা করিয়া (১৩শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে

(৩য় পৃঃ পর)

অবস্থান করিতেছে। বাগেরহাট গ্রুপের এই দ্বিধা বিভক্তি শুরু হয় কয়েকমাস পূর্বে হল সভাপতি শফিক শিক্ষাভবন এলাকায় চাঁদাবাজি করিতে গেলে স্থানীয়দের দ্বারা ধোলাই হওয়ার পর হইতে। শফিক জেলে গেলে হলের সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াৎ ও বাগেরহাট গ্রুপের নেতা বিমান হলটির কর্তৃত্ব লয়। সেই সময় ছাত্রলীগের বর্তমান সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও গ্রুপটির নেতা আব্দুল ওয়াদুদ খোকনের সহিত হল নিয়ন্ত্রণকারীদের চাঁদাবাজির হিস্যা লইয়া বিবাদ বাধে। হল নেতৃবৃন্দের অভিযোগ যে, খোকন একাই নির্মাণাধীন "অমর একুশে" হল হইতে চাঁদাবাজি করিয়াছে। কাজেই এই দায়িত্ব তাহারা লইবে না বলিয়া দলত্যাগ করে। জানা গিয়াছে, প্রধান মন্ত্রীর এক উপদেষ্টা যিনি বিভিন্ন সময়ে সহায়তা করিতেন এখন আর সেইভাবে তাহাদের জন্য সুপারিশ করিতেছেন না বিধায় দীর্ঘদিন ক্যাম্পাস এলাকায় প্রভাব বিস্তারকারী গ্রুপটি বিলীন হইয়াছে।

বাগেরহাট গ্রুপের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল কেন্দ্রিক মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপটিও ক্যাম্পাসে টিকিয়াছিল। কিন্তু ১৫ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্সের রায়ের দিন তাহাদের সহিত সংঘর্ষে নীলক্ষেতে লিটন নামে একজন টেম্পো চালক নিহত হওয়ায় গ্রুপের শীর্ষ নেতা হেমায়েত ও জুয়েল ক্যাম্পাস হইতে বহিষ্কৃত হয়।

ক্যাম্পাসে বাগেরহাট গ্রুপ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বহুজাতিক গ্রুপের অস্তিত্ব ছিল। একদা শামীম আহমেদের নেতৃত্বাধীন মাদারীপুর-শরিয়তপুর গ্রুপ ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করিত। তাহাদের চ্যালেঞ্জ করিতেই শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলে সাদাসেন্টু-কালাসেন্টুর নেতৃত্বে বহুজাতিক গ্রুপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। পরে নিজ গ্রুপের কর্মীদের দ্বারাই শামীম আহমেদ ক্যাম্পাস হইতে বিতাড়িত হয়। বাগেরহাট গ্রুপের তৎকালীন নেতা ও বর্তমানে ছাত্রলীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ খোকনের পৃষ্ঠপোষকতায় মুহসীন হল সভাপতি শফিকের নেতৃত্বে একটি দল ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণাধীন মুহসীন হলটি দখল করিয়া বাগেরহাট গ্রুপের জন্ম দেয়। ছাত্রলীগের গ্রুপিংয়ের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বরাবরই প্রচ্ছন্ন মদদ বা ইঙ্গিত থাকে। কখনো কখনো তাহারা কোন দলের পক্ষে সরাসরি অবস্থানও গ্রহণ করেন। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন একসময় বাগেরহাট গ্রুপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু দলটির বাড়াবাড়িতে তিনি এখন ইহাদের ঝাড়িয়া ফেলিতে পারলেই যেন বাঁচেন। নূতন দলটির পক্ষে তিনি সরাসরি না থাকিলেও বিপক্ষেও নাই। আর ছাত্রলীগ সভাপতির সাথে দলটির অনেক নেতা-কর্মীই সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন।

ছাত্রলীগের বাগেরহাট গ্রুপটি যে সময় ক্যাম্পাস হইতে উচ্ছেদ হইল ঠিক সেই সময়েই নূতন কমিটি লইয়া ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্ত অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন। বাগেরহাট গ্রুপের একাংশের সহিত ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির একটি সমঝোতাও হইয়াছিল মুহসীন এবং জিয়া হল হস্তান্তরের ব্যাপারে। বিষয়টি প্রকাশিত হইয়া যাওয়ায় আর বেশিদূর আগায় নাই।